ইসরায়েলের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার দাবি তেহরানের

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপন। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েলের সামরিক ও পারমাণবিক সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হামলার দাবি করেছে ইরান। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ভোরে চালানো এ অভিযানে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোতে আঘাত হানা হয়। পাশাপাশি ডেড সি অঞ্চলের দক্ষিণে থাকা সংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপনাতেও হামলার কথা বলা হয়েছে।

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) জানায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের ধারাবাহিক অভিযানের নতুন ধাপ শুরু হয়েছে, যা ৮২তম পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে চলমান পরিস্থিতি ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্পর্কেও নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, ইরান গোপনে সমঝোতার পথে এগোতে চায় এবং চুক্তিতে আগ্রহী। তবে এ বক্তব্যকে সরাসরি অস্বীকার করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবগুলো কেবল পর্যালোচনা করা হচ্ছে, সরাসরি আলোচনায় বসার কোনো পরিকল্পনা নেই।

আরাগচি আরও বলেন, বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী দেশের মাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদান চলছে, তবে এটিকে আনুষ্ঠানিক আলোচনা বলা যাবে না।

ওয়াশিংটনে এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের নেতৃত্ব আড়ালে আলোচনা চালালেও নিজেদের জনগণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় বিষয়টি প্রকাশ করছে না।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে সংঘাতের সূচনা হয়, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা চালায়। এরপর থেকেই পাল্টা জবাবে ইরান ইসরায়েল, মার্কিন ঘাঁটি এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে আসছে।

সংঘাতের শুরুর দিকেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে তার ছেলে মোজতবা খামেনিকে নতুন নেতা হিসেবে সামনে আনা হয়।

এদিকে একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, উত্তেজনা প্রশমনে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের শীর্ষ নেতাদের ওপর হামলা না চালানোর আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে সম্ভাব্য সংলাপের জন্য ইসলামাবাদকেও একটি বিকল্প স্থান হিসেবে বিবেচনায় রাখা হচ্ছে।